সংবাদ

তারিখ 25 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক করতে সহায়তা দেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

কূটনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আধুনিকীকরণ করতে সহযোগিতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন (ইসি)। মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক জীবনব্যবস্থায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেজন্যই এ সহযোগিতা দেয়া হবে। গতকাল রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত ড. স্টেফান ফ্রোয়েন। তিনি জানান, বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আগামী ৫ থেকে ৯ জুনের মধ্যে ইউরোপিয়ান ট্রয়কার একটি মিশন ঢাকায় আসবে। ট্রয়কা মিশনে ইইউর বর্তমান এবং

সহায়তা : পৃ: ১১ ক: ২

সহায়তা : মাদ্রাসা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

পরবর্তী প্রেসিডেন্সির সদস্যরা ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের কয়েক মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন।

গতকাল ড. হাসান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, টিকফা চুক্তি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে ড. ফ্রোয়েন বলেন, আমরা এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে এখানকার মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আমাদের মতে, জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম অনুসারেই মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালিত করতে হবে। আর তাহলেই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে চাকরির সুযোগ পাবে। ইইউ এক্ষেত্রে সহযোগিতা দেয়ার ব্যাপারে খুব আগ্রহী বলে জানান ফ্রোয়েন।

প্রসঙ্গত, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের বিষয়টি সম্প্রতি বেশ আলোচিত হচ্ছে। মুসলিম জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে অনেকেই এখন মাদ্রাসাকে চিহ্নিত করছেন। বাংলাদেশে ১৯৭০ সালে কওমি মাদ্রাসাগুলোর জন্য একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হয় ...